দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ......

শিক্ষা বিস্তারে মাদরাসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এরশাদ

বক্তব্য রাখছেন এরশাদ

□ স্টাফ রিপোর্টার : মাদরাসা এখন দেশের শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি বলেন, এখন মাদরাসা শিক্ষাকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। মাদরাসা এখন শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গতকাল রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে কওমী মাদারাসা শিক্ষাবোর্ডের ৩৪তম পরীক্ষার মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে

পৃ: ১২ ক: ৬

শিক্ষা বিস্তারে মাদরাসার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বসে নবী রাসূলুল্লাহর (সা.) বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন, তারা মুসলমান হতে পারেন না। আসলে ইসলামের পথ থেকে সরে আসার কারণেই সমাজ অন্যায়-অনাচারে ছেয়ে গেছে। এ দেশে জঙ্গি শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছে। জেহাদ আর জঙ্গিবাদ এক নয়। কলি পরিষদ বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুফতি আহসান শরিফ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদ, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এমএ হান্নান, মাওলানা আবদুস সালাম, শফিউল্লাহ শফি প্রমুখ। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাহস করে এর প্রতিবাদ করতে হবে। জিহাদি মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে সন্ত্রাসের স্থান নেই। জেহাদি মনোভাব তৈরিতে আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবেই মোহাম্মদকে (সা.) নিয়ে পৃথিবীসহ বাংলাদেশে কার্টুন আঁকা হয়, আমরা প্রতিবাদ করতে পারি না। তিনি বলেন, কোরআন-হাদিসের রাস্তা থেকে সরে আসায় সমাজে বিশৃঙ্খলা, অনাচার ও ব্যভিচার বিস্তার লাভ করেছে। আমরা আর মানুষের পর্যায়ে নেই। কারণ, কোরআন-হাদিসের রাস্তা থেকে সরে এসেছি। মানুষের মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা গেলে মানুষের পরিবর্তন হবে। আর এ কাজটি করার জন্য মাওলানা, আলেম-ওলামা এবং কওমী মাদরাসার ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনে লাঙল মার্কায় ভোট চেয়ে আলেম-ওলামাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে আরেকবার আমাকে ইসলামের খেদমত করার সুযোগ দিন। আমি ইসলামের খেদমত করতে চাই। কিন্তু ক্ষমতায় না থাকলে খেদমত করা যায় না। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকার সময় ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছিলাম। সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাদ দেয়া হলে আমরা মহাজোট ছেড়ে দিতাম। তবে এখন সংবিধানে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা' কথাটি নেই। তিনি বলেন, জনগণের ভোটে আবার ক্ষমতায় গেলে মসজিদের পানি ও বিদ্যুৎবিল মওকুফ করা হবে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, একজন আইনজীবীকে জজ হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে তার দাড়ি-টুপি রয়েছে। এ কারণে তাকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? তিনি বলেন, আমি কওমী মাদরাসার শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা যুক্ত করেছিলাম। ফলে দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা বাংলায় কথা বলি; কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না। ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেমেয়েদের না পড়ালে স্বস্তিবোধ করি না। এ মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। ইংরেজি শিখবো তবে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করে নয়।